মামলুক সালতানাতের প্রথম নারী শাসক

শাজারাতুদ দুর

নুরুদ্দিন খলিল

লেখক
নুরুদ্দিন খলিল

ভাষান্তর
ফুআদ মুবতাসিম

সংযোজন
শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুন

নিরীক্ষণ
ইমরান রাইহান

সম্পাদনা
মাহমুদ তাশফীন

চেতনা

শাজারাতুদ দুর

লেখক	নুরুদ্দিন খলিল
অনুবাদ	ফুআদ মুবতাসিম

প্রথম প্রকাশ	ইসলামি বইমেলা ২০২১
প্রকাশক	খুরশিদ আমজাদী
স্বত্ব	প্রকাশক
ব্যবস্থাপক	বোরহান আশরাফী
সার্বিক সমন্বয়	সুফিয়ান আহমেদ
প্রকাশনায়	চেতনা ১১/১ ইসলামী টাওয়ার দোকান নং ২০ (১ম তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল : ০১৭১২-৯৪৭৬৫৩ ০১৩০৩-৮৫৫২২৫
পরিবেশক	নাহাল
অনলাইন পরিবেশক	রকমারি, ওয়াফি লাইফ, কুইককার্ট, বইজগৎ, সমাহার
প্রচ্ছদ	আব্দুল্লাহ মারুফ রুসাফি
পৃষ্ঠাসজ্জা	মুনীর সাআদাত
মুদ্রণ	মা মণি প্রিন্টার্স, ফকিরাপুল, ঢাকা।
মুদ্রিত মূল্য	২৫০ ৳

© *প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডণীয়*

উৎসর্গ

প্রিয়তমা জীবন সঙ্গিনী,
আমার চক্ষু শীতলকারিনী,
উম্মে সাফওয়ান মুবতাসিম।

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

শাজারাতুদ দুরের যুগ

- শাজারাতুত দুর, তার শাসনকাল ও ইতিহাসের পটভূমি ১৬
- ক্রুসেডসমূহ (সন, নাম এবং তার ফলাফল) ২০
- মঙ্গোলীয় আগ্রাসন ২২
- মঙ্গোলীয় ক্রুসেডার মৈত্রী ২৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রুসেডার নবম লুইস

- মৃত্যুশয্যায় ফরাসি রাজা লুইস্ ২৭
- ক্রুসেড যুদ্ধের প্রস্তুতি ২৮
- মিশর অভিযানে লুইসের পরিকল্পনা ৩০
- ভীতি, কপটতা ও অহমিকা ৩১
- নবম লুইস কর্তৃক নাজমুদ্দিনকে চিঠি প্রেরণ ৩৩
- নাজমুদ্দিনের পক্ষ থেকে লুইসের চিঠির জবাব ৩৩
- দিময়াত দখল ৩৫
- দিময়াত পরিণত হলো খ্রিষ্টানদের শহরে ৩৬
- মনসুরার পথে ৩৭
- এক কিবতির গাদ্দারি ৩৯
- মনসুরার যুদ্ধ বিপর্যয় ৪০
- প্রকট সমস্যায় রাজা নবম লুইস ৪২
- বন্দি হলো রাজা নবম লুইস ৪৪
- ফ্রান্সের রানি মার্গারেটের বীরত্ব ৪৫
- ফ্রান্সের রাজা সেন্ট লুইসের অন্তিমকাল ৪৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল-মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দিন আইয়ুব ও অন্যান্য আইয়ুবিগণ

- সালাহউদ্দিন আইয়ুবি পরবর্তী ইতিহাস ৪৯
- সালাহউদ্দিন আইয়ুবি পুত্র আফদাল ৫০
- সালাহউদ্দিন আইয়ুবির ভাই আদিল ৫১
- কামিল ইবনে আদিল ৫৩
- আইয়ুবিদের পারস্পরিক মতবিরোধ ৫৫
- সুলতান কামিল হারালেন পবিত্র ভূমির ক্ষমতা ৫৬
- আইয়ুবি পরিবারে গৃহযুদ্ধ ৫৮
- থিয়েবোল্ডের ক্রুসেড অভিযান ৫৯
- ক্রুসেডারদের থেকে আল-কুদস উদ্ধার ৬২
- ক্রুসেডারদের থেকে আসকালান শহর উদ্ধার ৬৪
- তুরান শাহ ৬৫
- বিজয়ানন্দ ৬৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শাজারাতুদ দুর

- মহীয়সী নারী ৭০
- সামরিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় শাজারাতুদ দুর ৭২
- মিশরের সম্রাজ্ঞী ৭৪
- শাজারাতুদ দুরের ক্ষমতাচ্যুতি ৭৫
- মামলুক বা দাস সুলতান ইজ্জুদ্দিন আইবেক ৭৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

করুণ পরিণতি

- সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সাতটি বছর ৭৯
- বিরক্তিকর স্বামী..... ৮১
- আহত নাগিনীর বিশাক্ত ছোবল ৮২
- মৃত্যুর ফাঁদে আইবেক ৮৩
- অন্তিম সময়ে রানি শাজারাতুদ দুর ৮৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

- ইতিহাসের ইতিহাস ৮৯
- ক্রুসেড ইতিহাসের অন্যান্য লেখকগণ ৯১
- জনাথন রিলেই স্মিথ : ক্রুসেড যুদ্ধের চিত্রে অক্সফোর্ড ইতিহাসের শুরুর কথা ৯১
- স্যার স্টিভেন রানসিমান : ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস ৯২
- জোসেফ আর স্ট্রেয়ার : সেন্ট লুইসের ওপর যৌথ ক্রুসেড হামলা ৯৩
- এইচ এ আর গিবের কলমে আইয়ুবিগণ ৯৪
- জনাথন রিইলে স্মিথের ক্রুসেড; একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৯৪
- অন্যান্য পণ্ডিতগণ ৯৫
- ক্যারেন আর্মস্ট্রং, পবিত্র ক্রুসেড যুদ্ধ; বর্তমান বিশ্বে তার প্রভাব ৯৫
- কিছু ঐতিহাসিক যারা মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন ৯৭
- জন গ্ল্যাবস : সৌভাগ্যবান সেনাদল—দাসদের ইতিহাস ১০০
- রবার্ট ইরওয়াইন : মধ্যযুগের মধ্যপ্রাচ্য ১০১
- ডেসমন্ড স্টেওয়ার্ট : কায়রো, ৫৫০০ সাল ১০২
- মুস্তফা জিয়াদা : ১২৯৩ পর্যন্ত দাস সুলতানদের গমনাগমন ১০৩
- স্টিভেন হামফ্রি : সালাহউদ্দিন আইয়ুবি থেকে মঙ্গোলীয় শাসনামল ১০৪
- সাইয়িদা এফ সিদ্দিক : মিশরের শাসক জহির বাইবার্স ১০৬
- আবদুল আজিজ আল-খুওয়াইতির : প্রথম বাইবার্স তার কৃতিত্ব ও অবদান ১০৭
- মহিলা ঐতিহাসিক ১০৮
- সুজান জে স্টেফা : কায়রোর ইতিহাসে নারী নেতৃত্বের শেকড়. ১০৮
- ফাতিমা মেরনিসি : ইসলামের ইতিহাসের বিস্মৃত নারীগণ ১০৯

***

দেশ পরিচালনায় ইসলামে নারী নেতৃত্বের বিধান..... ১১১

ভূমিকা

'আল-মামালিকুল মুফতারা আলাইহিম' বা *নিপীড়িত মামলুক জাতি* শীর্ষক বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মূলত মামলুক জাতি বা জনগোষ্ঠীর একটুখানি হলেও সুবিচার ফিরে পাওয়ার নিমিত্তে রচিত হয়েছে।

'দাস সাম্রাজ্য' পতনের আজ হাজার বছর পেরিয়ে গেছে। শাম ও মিশরে যাদের ছিল গৌরবময় শাসন। ছিল অমর কীর্তি, সোনালি ঐতিহ্য ও বর্ণিল ইতিহাস। কিন্তু তাদের সেই গৌরবগাথা লিখতে ইতিহাস বড় নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে। ঐতিহাসিকগণ তাদের অবদানের প্রতি যথাযথ কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করতে পারেননি। তাদের কীর্তিগাথার ওপর চলেছে ভ্রূক্ষেপহীনতার নির্মম নিপীড়ন।

অথচ ঐতিহাসিকগণ ঠিক একই সময়ে তৎকালীন অন্যান্য প্রসিদ্ধ মুসলিম-অমুসলিম জাতিবীরদের ইতিবৃত্ত নিঃসংকোচে বয়ান করেছেন। যেমন মহাবীর সালাহউদ্দিন আইয়ুবি, নুরুদ্দিন জিনকি ও কিলিজ আরসালান প্রমুখ। অমুসলিম ও ক্রুসেডারদের মধ্যে ছিলেন বোহেমন্ড, জন রিচার্ড, ফ্রিডরিশ দ্বিতীয় ও নবম সেন্ট লুইস প্রমুখ।

আর সামসময়িক যে-সকল মহান সভ্যতা ও সংস্কৃতির নেতৃবর্গের বিশদ উপাখ্যান ইতিহাসে আমরা পাই, যেমন উমাইয়া, আব্বাসি, ফাতেমি ও আইয়ুবি সাম্রাজ্যের কীর্তিমান পুরুষগণ, সে তুলনায় দাস সাম্রাজ্যের প্রসঙ্গ কথা বা আলোচনা খুব কমই নজরে পড়ে আমাদের। অথচ একসময় আরব ও মুসলমানদের পক্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঢাল হয়ে

দাঁড়িয়েছিলেন নিবেদিতপ্রাণ এই কাফেলা এবং এভাবে গোটা মানবতার জন্যই তারা নির্মাণ করেছিলেন অকুতোভয় সাহসের সুদৃঢ় এক মহাপ্রাচীর। হ্যাঁ, প্রিয় পাঠক, এটিই সত্য। তাদের যে গৌরবোজ্জ্বল কর্মদীপ্তি ও ইস্পাত কঠিন নির্ভীক জীবন, তা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, তারা অন্য সকল শাসক ও শাসনামলের চাইতে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও অগ্রগামী কারাভান হিসেবে সুবিদিত ছিলেন।

ইসলামবিদ্বেষী একশ্রেণির পশ্চিমা ইতিহাসবিদ ইসলামের ইতিহাস লিখতে গিয়ে সেই সময়ের নানা প্রেক্ষাপট ও কৃতিত্বকে ব্যাপকভাবে বিকৃত করে উপস্থাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তাদের অনেকেই ইচ্ছে করেই কালের মহীয়সী সম্রাজ্ঞী শাজারাতুদ দুর-এর বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। অথচ দাস সাম্রাজ্যের প্রথম ও সফল একজন নেত্রী ছিলেন তিনি। অথচ তার স্থলে তার (দ্বিতীয়) স্বামী ইজ্জুদ্দিন আইবেককে দেখানো হয়েছে প্রথম মামলুক সুলতান হিসেবে। তাদেরই আরও অনেক বীর-দামাল সন্তান মনসুরার যুদ্ধে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। যখন ইসলামি খিলাফতের হাল ধরার মতো আর কেউ ছিলেন না, ঠিক তখন তাদের নির্ভীক সাহসিকতা ও তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতা সেন্ট লুইসের দুর্ধর্ষ ফরাসি বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করে। কিন্তু এ সকল সফল কীর্তি ও অসাধারণ কৃতিত্ব-কথা তাদের দৃষ্টিতে ছিল নিষ্ফল। ইসলামবিদ্বেষী ঐতিহাসিকগণ সচেতন উপেক্ষায় এড়িয়ে গেছেন তাদের সূর্যোদ্ভাসিত কীর্তিগাথা।

এখানে আরও আফসোস বা পরিতাপের বিষয়টি চলে আসে আরব বংশোদ্ভূত ঐতিহাসিকদের ওপর, যারা পশ্চিমাদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলেছেন। নিজেদেরই ইতিহাস রচনায় নির্ভর করেছেন পশ্চিমাদের গৎবাঁধা উদ্ধৃতির ওপর। অথচ পশ্চিমারাই হলো মূলত সংগ্রাহী ভিক্ষুক। তারা ইতিহাস পাবে কোথায়? তারা তো আবুল ফিদা, মাকরিজি, ইবনে কাসির, তাবারি ও কলানেসি প্রমুখ মনীষীদের দোভাষী মাত্র। তাদের থেকে অনুবাদ করে করে যারা নিজেদের নামে 'ঐতিহাসিক' লেজুড় লাগিয়েছেন।

আমি মনে করি, মামলুক শাসকগোষ্ঠী ও অন্যান্য ইসলামি সাম্রাজ্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলোতে যদি একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে

পর্যালোচনা করি, তাহলে সেখান থেকেই উঠে আসবে এমন অনেক মহিমান্বিত ও বীর-বিক্রমী চরিত্র, আগামী প্রজন্মের জন্য যারা হবেন সুমহান আদর্শ। তাদের বীরত্ব, নেতৃত্ব ও সমৃদ্ধি থেকেই নবীন প্রজন্ম শিখবে সমূহ প্রজ্ঞার সবক। এ নিছক কোনো দাবি নয়, অলীক কোনো আশাবাদও নয়; বরং প্রতিটি প্রজন্মই তো গড়ে উঠে তাদের পূর্বসূরিদের টেকসই স্তম্ভ, সুস্থ মেজাজ ও সুমহান চেতনার ওপর ভিত্তি করে। প্রজন্ম যদি তাদের পূর্বসূরি মনীষীদের উজ্জ্বল আলোয় পরিগঠিত হতে না পারে, তবে তারা আর কোথা হতে পাবে তাদের ইমানি আত্মমর্যাদাবোধ? কীভাবে সঞ্চয় করবে তারা সকল যুগের দুর্যোগ মোকাবিলার দুর্জয় প্রেরণা? তখন অসুস্থ সভ্যতা, পার্থিব প্রলোভন আর ভ্রষ্টতার জোয়ারে খড়কুটোর মতো ভেসে যাওয়া ছাড়া তো তাদের আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না। কতদিন তারা স্রোতের উলটো পথে দিগ্‌দিশাহীন হয়ে চলতে পারবে? তাদের দুচোখের সামনে সভ্যতার যে রঙিন ফানুস দৃশ্যমান, তা যে মূলত মগজ ধোলাই আর অন্তরের অপমৃত্যুর গরলকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়, তা বোঝার উপায়ই-বা তারা কীভাবে কোথায় পাবে?

একবিংশ শতাব্দীর এই অসহায় অথচ তৃষ্ণাতুর প্রজন্মের জন্য কতই-না প্রয়োজন মামলুক সাম্রাজ্যের সুলতানি আদর্শের উজ্জ্বল উপমাগুলো, যেন তারা নিজেদের হৃৎস্পন্দন, সতেজ প্রাণ ও পবিত্র সংস্কৃতি নিয়ে ইমানের জীবন্ত স্বচ্ছতোয়া সরোবরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে। পারে ফিলিস্তিন-সহ সকল অত্যাচারিত জনপদের সার্বভৌম স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে। পারে পৃথিবীর নিষ্পাপ শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে। লাঞ্ছনার জিঞ্জির ছিন্ন করে এনে দিতে পারে আরব-সহ সকল ইসলামি ভূখণ্ডের মুক্তির আস্বাদ। নতুন ক্রুসেডারদের পায়ে পায়ে পরিয়ে দিতে পারে প্রায়শ্চিত্তের অনিবার্য শৃঙ্খল, যেমনটি হাজার বছর আগে বাধ্য হয়ে পরেছিল তাদের পূর্বজরা।

নুরুদ্দিন খলিল

১৪২৫ হি.
অক্টোবর ২০০৪ খ্রি.

প্রথম পরিচ্ছেদ

শাজারাতুদ দুরের যুগ

সংক্ষিপ্ত সূচি

- শাজারাতুত দুর, তার শাসনকাল ও ইতিহাসের পটভূমি
- ক্রুসেডসমূহ (সন, নাম এবং তার ফলাফল)
- মঙ্গোলীয় আগ্রাসন
- মঙ্গোলীয় ক্রুসেডার মৈত্রী

শাজারাতুদ দুর

তার শাসনকাল ও ইতিহাসের পটভূমি

১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দ। এ বছর পোপ আরবান দ্বিতীয় প্রথম ক্রুসেডের ঘোষণা দেন। ফ্রান্সের ক্লারমন্ট শহর লোকে লোকারণ্য। উৎসুক জনতা সমবেত হয়েছেন তার জাদুকরী ভাষণ শোনার জন্য। সেদিন পোপ আরবানের ভাষণের মূল প্রতিপাদ্য ছিল—ঐশ্বরিক শহর জেরুসালেমকে মুসলমানদের কবজা থেকে স্বাধীন করে পূর্বাঞ্চলীয় খ্রিষ্টানদের মুসলমান-শাসন থেকে মুক্ত করা। তার দৃঢ়প্রচেষ্টা বা প্রত্যয়টি ছিল, খ্রিষ্টানদের মধ্যে ক্রুশ বহন ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চেতনাবোধটি জাগিয়ে তোলা। তিনি তার জনতাকে প্রতিশ্রুতি দেন, যদি কেউ ক্রুশ বহন করে অর্থাৎ পরিধেয় বস্ত্রে ক্রুশের ছবি ধারণ করে, তাহলে সে অবশ্যই সকল ধরনের পাপ থেকে মুক্তি লাভ করবে। ক্লারমন্ট শহরে পোপ আরবান দ্বিতীয় কর্তৃক প্রদত্ত সেদিনের ভাষণটি নিচে তুলে ধরা হলো :

প্রিয় ফ্রান্সবাসী, ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী,

আপনারা মহান ঈশ্বরের সুনির্বাচিত প্রিয়পাত্র। ইতিমধ্যে আপনাদের নিকট ফিলিস্তিনের সীমান্ত ও কনস্টান্টিনোপল থেকে কিছু দুঃখজনক খবর এসে পৌঁছেছে। আমার বিশ্বাস, এতে করে আমরা সকলেই যার যার অবস্থান থেকে অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত। কেননা, অভিশপ্ত এক জনগোষ্ঠী, যারা ঈশ্বরের কৃপা থেকে বঞ্চিত, তারা আমাদের খ্রিষ্টানপ্রধান দেশগুলোতে স্বেচ্ছাচারিতার সীমা ছাড়িয়েছে। তাদের লুণ্ঠনকর্ম, অঞ্চলের

পর অঞ্চল জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দেওয়া আমাদের আত্মাকে পোড়াচ্ছে। হতাশার সবচেয়ে বড় দিকটি হচ্ছে, তারা আমাদের বহু সৈনিককে বন্দি করে ফেলেছে এবং অগণিত সেনাসদস্যকে হত্যা করেছে। শুধুই কি হত্যা করেছে? না, তারা হত্যাযজ্ঞের এক মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ ছাড়াও তারা আমাদের পবিত্র জবাইখানা ও গির্জাগুলোকে পাপাচারে কলুষিত করে দিয়েছে। গ্রিক অঞ্চলগুলোর মাঝে পারস্পরিক দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে তাদের অঞ্চলগুলো ছিনিয়ে নিয়েছে। যদি সে অঞ্চলগুলোর আয়তনের কথা বলতে যাই, তাহলে হৃদয়-অভ্যন্তরে এক অন্যরকম চাপা কষ্ট অনুভূত হয়। তাদের দখলকৃত অঞ্চলগুলো দুই মাস লাগাতার সফর করলেও এর পথ শেষ হবে না। আপনারাই বলুন, এখনো কি চুপ করে বসে থাকবেন? আপনাদের নির্যাতিত ভাইদের প্রতিশোধের দায়ভার কার ওপর বর্তাবে? যে অঞ্চলগুলো হাতছাড়া হয়ে গেল, সেগুলো পুনরুদ্ধারের ভার কে নেবে? আপনারা নয় কি?

ঈশ্বরের প্রতি যদি আপনাদের ভালোবাসা অকৃত্রিম হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই ভাই আমার, আপনাদেরকেই আজ ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে বীরত্ব প্রদর্শন করতে হবে এবং যারাই আপনাদের মোকাবিলা করতে আসবে, তাদেরকে সময়ের শ্রেষ্ঠ ধোলাই দিয়ে পরাস্ত করে সফলতা ছিনিয়ে আনতে হবে। আপনারা আপনাদের পূর্ববর্তীজনের ইতিহাস স্মরণ করুন, শার্লিম্যানের বীরত্বগাথার ইতিহাস স্মরণ করুন। আমার বিশ্বাস, তা আপনাদের মনোবলকে দৃঢ় করবে; এতে করে আমরা ফিরে পাব আমাদের হারানো চেতনাবোধ। আমাদের প্রভু মসিহের পবিত্র সমাধিস্থলের কৃপায়।

অথচ সেই পবিত্র সমাধিস্থল নাকি আজ অপবিত্র সম্প্রদায়ের করতলগত। এ ছাড়াও আমাদের বহু পবিত্র স্থান আজ তাদের পদভারে কলুষিত। তাই আমি আপনাদের বলতে চাই, আপনারা আপনাদের ভূখণ্ডের একটি কণাও ছাড়বেন না। কারণ, আপনারা আজ যে ভূখণ্ডে বসবাস করছেন, তা সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বতবেষ্টিত অত্যন্ত সংকীর্ণ একটি ভূমি; যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে এ ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে জায়গার স্বল্পতা ও খাবার সংকট দেখা দিতে পারে, যা আপনাদেরকে

অঘোষিত এক আত্মকলহে লিপ্ত হতে বাধ্য করবে। জায়গার সংকীর্ণতা ও ক্ষুধার তাড়নায় আপনারা একে অপরকে গিলে ফেলতে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করবেন না। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, দয়া করে আপনারা আত্মার পরিশুদ্ধি করুন এবং সকল বিভেদ ঝেড়ে ফেলে ছুটে চলুন মসিহের সমাধিস্থল পবিত্র জেরুসালেম রক্ষার স্বার্থে। আমার বিশ্বাস, আমরাই আমাদের পবিত্র ভূমি রক্ষা করতে এবং তার মালিকানা ফিরিয়ে নিতে পারব।

আহ! জেরুসালেমের ভূমি কতই-না নয়নাভিরাম ছিল! দেহপ্রাণ জুড়ানো তার ফলফলাদির দৃষ্টান্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ এই পবিত্র ভূখণ্ড আমাদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী। আমি মনে করি, সুযোগ আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। তাই, এখন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা আমাদের জন্য সমীচীন নয়। নিজের পাপ মুক্তির দায়ে হলেও আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে শামিল হোন এই মহান যাত্রায়। দেখবেন, আপনারাই অর্জন করতে পারেন এমন এক গৌরব, যা কখনো বিলীন হওয়ার নয়।'

পোপ আরবানের এই জ্বালাময়ী ভাষণে উপস্থিত জনতা ক্রোধে ফেটে পড়েন। তারা যেন নতুন করে চেতনাশক্তি ফিরে পেয়েছেন। তারা সমস্বরে স্লোগান দিতে শুরু করেন, 'ঈশ্বর যেন এমনটিই করেন, ঈশ্বর যেন এমনটিই করেন।'

স্লোগানের বিকট আওয়াজে বাতাসও থমকে গিয়েছিল, আকাশ ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। ক্ষুধার্ত নেকড়ের ন্যায় জনতার পাল জেরুসালেম পানে ছুটতে শুরু করে। দৃষ্টিহারা ধর্মান্ধ এই জনতার ভিড়ে যেমন নিঃস্ব হতদরিদ্র লোকজন ছিলেন, ঠিক তেমনই ছিলেন উত্তরাধিকার পরম্পরায় বঞ্চিত জমিদাররাও। হতভাগ্য রাজা-সুলতানরাও এসে শামিল হয়েছিলেন তাদের শক্তিশালী বুলডোজার বাহিনী নিয়ে। কেউ বাধ্য হয়ে, কেউ-বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে; নেহাত পোপদের আদেশ বাস্তবায়ন, মনোরঞ্জন ও সর্বোপরি বিশেষ কিছু লাভের আশায়।

সে-সময় কয়েকটি ক্রুসেডার সাম্রাজ্যের উত্থান হয়েছিল। যেমন : রাহা (বর্তমান তুরস্ক), জেরুসালেম (বর্তমান ফিলিস্তিন), ত্রিপোলি (বর্তমান

লিবিয়া), আক্কা (বর্তমান ইসরাইল) ও আন্তাকিয়া (বর্তমান তুরস্কের একটি শহরের নাম)। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, এই ক্রুসেডীয় সংঘাত চলমান ছিল প্রায় তিন প্রজন্ম। তারপর পরিবর্তমান সময়ের অব্যাহত ধারায় আগমন ঘটে সুলতান গাজি সালাহউদ্দিন আইয়ুবির। তিনি তার সেইসব পূর্বসূরি মুসলিম নেতাদের মুকুট ধারণ করেন, যারা ইতিপূর্বে আরব-ইসলামি বিশ্বের ঐক্য ও সংহতির পথটি সুগম করে গিয়েছিলেন। তিনি অবতীর্ণ হন প্রাচ্যে থেকে যাওয়া অবশিষ্ট ক্রুসেডারদের চূড়ান্ত ফয়সালা করতে। তবে আক্কা ও আন্তাকিয়া সাম্রাজ্য তার পরিকল্পনার বাইরে ছিল। আইয়ুবি বংশটি ছিল বীরত্বগাথার গৌরবে ঠাসা। এই বংশের শেষ সুলতান ছিলেন সুলতান নাজমুদ্দিন সালিহ আইয়ুবি; যিনি শাজারাতুদ দুরের (প্রথম) স্বামী হিসেবে সর্বমহলে পরিচিত ছিলেন (শাজারাতুদ দুর সুলতান নাজমুদ্দিন সালিহ আইয়ুবির স্ত্রী ছিলেন, স্ত্রীর সম্বন্ধ-বাচকতায় তাকে শাজারাতুদ দুর-এর স্বামী বলে ডাকা হতো)। ঐতিহাসিকগণ তাকে 'শ্রেষ্ঠ আইয়ুবি শাসক' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

নাজমুদ্দিনের জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটে অবশিষ্ট ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আর সংঘাত করে। তিনি কখনো নিজ বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ হতে দেননি; বরং তাদের শক্তি জোগাতেন, যাতে করে তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সংঘাত অব্যাহত রেখে বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি সবসময় আইয়ুবিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া নানাবিধ বিভেদ ও বিরোধ থেকে যোজন দূরত্বে অবস্থান করতেন। কিন্তু তিনি পবিত্র ভূমি জেরুসালেম পুনরুদ্ধার করার প্রত্যয়টি একমুহূর্তের জন্যও ভুলে যাননি, যা তারা কোনো ধরনের যুদ্ধ ছাড়াই শুধু আলোচনা সাপেক্ষে ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি ক্রুসেডারদের হাত থেকে আরও অনেক সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ষষ্ঠ ক্রুসেডে নাজমুদ্দিন ক্রুসেডারদেরকে একটি লজ্জাজনক পরাজয় উপহার দেন, যা ফ্রান্স সম্রাট সেন্ট লুইসকে মাতাল করে দিয়েছিল; যার দরুন তিনি অতিশয় উত্তেজিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন সৈন্যবাহিনী গঠন করে প্রাচ্য-সাম্রাজ্যের মুখোমুখি হন। ইতিহাসে যা 'সপ্তম ক্রুসেড' নামে ব্যাপক পরিচিত।

ক্রুসেডসমূহ

সন, নাম ও তার ফলাফল

সন, নাম ও তার ফলাফল

ক্রমিক	সন	অভিযানের নাম	ফলাফল
১	১০৯৬ খ্রি.	গিরিপথ অভিযান	এশিয়া মাইনর তুর্কিদের দ্বারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল।
২	১০৯৬ খ্রি.	জার্মান অভিযান	ইহুদিদের গণহত্যা, হাঙ্গেরীয়দের দ্বারা ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছিল।
৩	১০৯৬ খ্রি.	প্রথম ক্রুসেড	রাহা (বর্তমান তুরস্ক) ও জেরুজালেমের রাজত্ব দখল।
৪	১১০০ খ্রি.	লম্বার্ডি অভিযান	কিলিজ আরসালান কর্তৃক ধ্বংসযজ্ঞ হয়।
৫	১১০১ খ্রি.	ফরাসি অভিযান	কিলিজ আরসালান ও মালিক গাজী কর্তৃক ধ্বংসযজ্ঞ হয়।
৬	১১০১ খ্রি.	একুইন্টাইন আক্রমণ	কিলিজ আরসালান ও মালিক গাজী কর্তৃক বর্তমান আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ হয়)।
৭	১১৪৭ খ্রি.	দ্বিতীয় ক্রুসেড	দামেশক অবরোধ
৮	১১৮৯ খ্রি.	তৃতীয় ক্রুসেড	আক্কা (বর্তমান ইসরাইল) ও সাইপ্রাস দ্বীপ দখল।

৯	১২০১ খ্রি.	চতুর্থ ক্রুসেড	কনস্ট্যান্টিনোপলে খ্রিষ্টানদের লুটতরাজ এবং মোকাবিলায় সেখানে লাতিন সামরিক বিপর্যয় ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
১০	১২১৭ খ্রি.	পঞ্চম ক্রুসেড।	ক্রুশ পুনরুদ্ধার।
১১	১২২৮ খ্রি.	ষষ্ঠ ক্রুসেড	শান্তিপূর্ণভাবে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার।
১২	১২৪৮ খ্রি.	সপ্তম ক্রুসেড	মনসুরায় নবম লুইসকে বন্দি করা হয়।
১৩	১২৭০ খ্রি.	অষ্টম ক্রুসেড	তিউনিসিয়ার নিকটবর্তী স্থানে সেন্ট লুইসের মৃত্যু হয়।

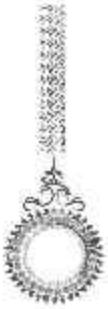

মঙ্গোলীয় আগ্রাসন

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পশ্চিমা ক্রুসেড ছাড়াও পূর্বপ্রান্তের সুদূর এশিয়ায় ইসলামি বিশ্বের জন্য আরেকটি বিপদ হুমকিস্বরূপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তা ছিল, চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মঙ্গোলীয় উপদ্রব। এরই মধ্যে তিনি বৃহৎ চীন জয় করে নিয়েছেন। কী পূর্ব, কী পশ্চিম! এমন একটিও রাজ্য ছিল না, যারা মঙ্গোলদের গতিপথে বিন্দুমাত্র বাধার সৃষ্টি করতে পেরেছে। এমনকি পশ্চিমে তাদের দুর্বার পদক্ষেপ বহু অঞ্চল জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। ১২২০ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গোলরা সমরকন্দ ও বুখারা দখল করে নেন এবং শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তারা রাশিয়া, মধ্য ইউরোপ ও উত্তর ইরান ককেসাস (কৃষ্ণ ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল) দখল করে নেন।

১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গোলরা হালাকু খানের নেতৃত্বে আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ দখল করেন এবং তার হাতেই অবশিষ্ট আব্বাসি সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে, যা সে-সময় মহিমার শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করছিল। মোদ্দাকথা, সে-সময় মঙ্গোলীয় আগ্রাসনের ফলে আরব-ইসলামি বিশ্ব মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা, তাদের আগ্রাসনে বিপুলসংখ্যক বিদ্বান ও পণ্ডিতকে হত্যা করা হয়। গ্রন্থাগারগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ফলে প্রায় ৫০০ বছর ধরে মুসলিম বিদ্বানদের সযত্ন সংরক্ষণ ও পরিচর্যা করে আসা বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এবার মঙ্গোলরা ইরাক থেকে পশ্চিমে অর্থাৎ সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেন। তারপর তারা মিশরের দিকে মোড় নেন। বলে রাখা ভালো, এভাবে ধীরে ধীরে তারা যমের বাড়ির দিকেই অগ্রসর হতে থাকেন। প্রথমবারের মতো মঙ্গোলরা এমন একটি বাহিনীর মুখোমুখি হন, যারা তাদের ভয়ংকর অপরাজেয় শক্তিকে পরাভূত করতে সক্ষম হয়। কেবল তাদের প্রবল সামরিক শক্তি ও নৈতিক দৃঢ়তার মাধ্যমেই। আর সেই বাহিনীটি ছিল ইতিহাস বিখ্যাত দাস বাহিনী। অথচ ইতিপূর্বে পৃথিবীর সকল পরাশক্তি মঙ্গোলীয়দের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। সিরিয়া থেকে মিশর আক্রমণের পূর্বে হালাকু খান মঙ্গোলদের স্বভাবসুলভ 'হয় আত্মসমর্পণ, নয় ভয়াবহ মৃত্যু'—হুমকি দিয়ে মিশরের সুলতানের কাছে চিঠি পাঠান।

কিন্তু সুলতান ভালোভাবেই জানতেন, ইতিপূর্বে যারা বিনা যুদ্ধে মঙ্গোলদের ভয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল, তাদের কী করুণ পরিণতি হয়েছে! তাই কাপুরুষের মতো বিনা যুদ্ধে অপদস্থ হয়ে মারা পড়ার চাইতে, তিনি এই বর্বর বাহিনীকে মোকাবিলা করতে শিরদাঁড়া সোজা করেন। অতঃপর ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবারের মতো দাসদের কাছে আইন জালুতের বিখ্যাত যুদ্ধে মঙ্গোলরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। আর তাদের বিজয়ের মূল রহস্যটি ছিল, তারা যথাসময়ে তাদের বস্তুগত ও নৈতিক শক্তিকে একত্র করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারা ঠিক সময়ে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। যেখানে বিখ্যাত যুদ্ধটি (ফিলিস্তিনের নাজরানের কাছে) সংঘটিত হয়। এই দাসরাই মঙ্গোলদের শেকড় আমূল উপড়ে ফেলেন।

পরিশেষে, মঙ্গোলদের কাছেও অন্য সকল জনগোষ্ঠীর ন্যায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে। তারা ইসলামের পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। দলে দলে মঙ্গোলীয়রা ইসলামের ছায়াতলে আসতে শুরু করেন। চৌদ্দশ শতকের গোড়ার দিকে মঙ্গোলীয় নেতা মাহমুদ গাজান ইসলামকে একমাত্র রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা দেন। ফলে মঙ্গোলীয় সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশে শান্তির অনাবিল হাওয়া বইতে শুরু করে। পরবর্তীকালে তাদের তত্ত্বাবধানে অনেক মসজিদ-মাদরাসা নির্মিত হয়। তারা তাদের সন্তানসন্ততি ও শিক্ষার্থীদেরকে সকল ধরনের শিক্ষাবৃত্তিতে

পাঠাতে শুরু করেন এবং এভাবে তাদের মাধ্যমে দিকে দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার প্রচার-প্রসার ঘটান।

মঙ্গোলীয়-ক্রুসেডার মৈত্রী স্থাপন

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকটি আরব ও মুসলমানদের জন্য একটি ভিন্ন রকমের দশক ছিল। কেননা, তখন বিশাল ইসলামি সাম্রাজ্য পূর্বাঞ্চলীয় মঙ্গোল ও পশ্চিমা ক্রুসেডারদের আগ্রাসী আক্রমণে ভেঙে পড়ছিল। তা ছাড়া সে সময় আইয়ুবি সালতানাতে নানাবিধ বিরোধ-বিগ্রহ ছড়িয়ে পড়ে। এক ভাই আরেক ভাইয়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। চাচা ভাতিজার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং তাদের মধ্য হতে জনৈক সুলতান তার চাচাতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যুদ্ধেরও আহ্বান করেন। এভাবেই আইয়ুবি পরিবার একে অপরের প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেন। একপর্যায়ে পুরো সাম্রাজ্যটি সুলতান সালাহউদ্দিনের ভাতিজা সুলতান কামিল নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ নিজের করায়ত্ত করে নেন। তিনি তার অন্যান্য ভাই এবং ভাতিজাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহযোগিতা পাওয়ার মানসে বিনা যুদ্ধে পবিত্র জেরুসালেম ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেন। আর ক্রুসেডাররা সালাহউদ্দিন কর্তৃক হিত্তিন যুদ্ধে অপমানজনক পরাজয়ের পর এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন যে, তারা সালাহউদ্দিনের পুত্র ও পৌত্রদের রাজত্বকালে তাদের পতন হওয়া অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করবেন। সুতরাং তারা এই সুযোগটি নাগালে পেয়ে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো তা লুফে নেন।

কিন্তু সে সময় মুসলমানদের হৃদয়ে আশার আলো হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন কায়রো থেকে আগত একটি মরণজয়ী মুসলিম বাহিনী এবং সেই বাহিনীর প্রধান ছিলেন ইতিহাসখ্যাত আইয়ুবিদের শ্রেষ্ঠ সুলতান নাজমুদ্দিন সালিহ আইয়ুবি। তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন একটি নাভিশ্বাস তোলা তুমুল সংঘাতে।

১২৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি একটি নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধে মনোনিবেশ করেন; যার প্রভাবে তিনি পবিত্র জেরুসালেম ও আসকালান শহর পুনরুদ্ধার করেন। এবং সিরিয়া ও তার রাজত্বের মধ্যে সুসম্পর্কের সেতুবন্ধন তৈরি করেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, তার একাধিক বিজয়াভিযান দারুণ প্রভাব

ফেলে ইউরোপীয় পরিমণ্ডলে। কিন্তু তখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে নতুন আরেক সংঘাত। ১২৪৮ খ্রিষ্টাব্দে যখন পূর্বাঞ্চলীয় খ্রিষ্টানরা বুঝতে পারেন—জেরুসালেমের পথ ধরে কায়রো মাড়াতে হবে। তখন 'ফার্স্ট কাউন্সিল অব লিউন পরিষদ'-এর উসকানিমূলক আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাধু সম্রাট সেন্ট লুইস পোপ ইনোসেন্ট চতুর্থ-এর সঙ্গে জোট করে সদলবলে বেরিয়ে আসেন; ইতিহাসে যা 'সপ্তম ক্রুসেড' নামে পরিচিত।

বস্তুত লুইসের এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ইসলামের বিকাশকে অবরুদ্ধ করা এবং মঙ্গোলদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি স্থাপন করে পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিক থেকে মুসলিমবিশ্বকে ঘিরে ফেলা। জেরুসালেম পুনর্দখল ও মিশরীয় রাজ্যে কর্তৃত্ব খাটানো তার উদ্দেশ্য ছিল না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।